IBJCAL
International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716

ফারসি সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারা

মিজানুর রহমান
গবেষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়.

ARTICLE INFO

Article history:
Received
Received (revised form) NA
Accepted
Paper_Id: ibjcal2019SD07

Keywords:
ফারসি
ছোটগল্প
ধারা
জামাল জাদেহ
সাদেক হেদায়াত
উৎপত্তি
বিষয়াঙ্গিক
সাময়িকী

ABSTRACT
ফারসি সাহিত্য বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি সাহিত্যরস পিপাসু মানসের কাছে পরিচিত। বিশেষ করে এ সাহিত্যের বিশ্বজোড়া কবিদের নানামুখী কবিতার আবহ, ভাষা পাঠকদের হৃদয়ে বৃত। পরিপক্কতার দিক থেকে ফারসি কবিতা যদি বার্ধক্যে পৌঁছায়, তবে ফারসি কথাসাহিত্য, বিশেষ করে ছোটগল্প এখনো তার শৈশব পেরিয়ে কৈশোরের দরজায় করাঘাত করতে সক্ষম হয় নি। ফারসি কবিতার যাত্রা হয় প্রায় দুই হাজার পাঁচশত বছর আগে। অধিকন্তু ফারসি ছোটগল্পের জন্ম গত শতকের (বিংশ শতাব্দীর) প্রারম্ভে, অর্থাৎ যার বয়স মাত্র ১০০ বছরের মতো। স্বভাবতই শুরুর দিকের ফারসি ছোটগল্পের ভাষা ছিলো কাব্যিক। ফলে ছোটগল্প এবং কবিতাকে আলাদা করে চেনা যেত না। উপরন্তু গল্পের ভেতর থেকে গল্পের নির্যাসটুকু খুঁজে বের করা ছিলো দুরূহ কাজ। তদুপরি ইউরোপিয়ান সংস্কৃতির কথাসাহিত্য থেকে প্রেরণা নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে সেগুলোর অনুবাদ আমদানি করে ইরানের কবিতা মোহে নিমজ্জিত পাঠকমণ্ডলীকে নতুন এক ঝলকের সাহিত্য অনুষঙ্গের সাথে পরিচয় ঘটান। এই যে অনুবাদ। অনুবাদের হাত ধরেই লেখকদের লেখকসত্তা নবধারাকে স্বাগত জানায়। আর দীর্ঘ দিনের কবিতাপ্রেমী পাঠকমণ্ডলীও ভিন্ন স্বাদ আস্বাদন করলেন। ইরানের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে গল্পসাহিত্যও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। একেক সময় একেক ধরণের ভাব, ভাষা, আবহ, সংলাপ নিয়ে গল্পকারগণ তাদের গল্প লিখেছেন। কেউ লিখেছেন উচ্চবিত্তের, কেউ কেউ লিখেছেন মধ্যবিত্তের কষ্ট। আর সবথেকে বেশি উঠে এসেছে নিম্নবিত্তের মানুষ যেমন খেটে খাওয়া, মজদুর, ভিক্ষুক, পতিতা ইত্যাদির জীবনের বয়ে চলা ঘটনা।

১.০ সূচনা: ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা

ফারসি বা পারস্য নৃগোষ্ঠী মূলত 'অরিয়' বা 'আর্য' গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ তথ্য মোতাবেক এশিয়া, ইউরোপের প্রায় সকল মানুষের আদি বসবাস ছিলো মধ্য এশিয়ায়। সেমেটিক, হেমেটিক ও আর্যদের পূর্বপুরুষগণ এক জায়গায় বাস করতেন। সময়ের চাহিদায়, খাদ্য যোগান, বসতি ও মানুষের চাপে তিন বংশধরেরা বিচ্ছিন্ন হয়। সেমেটিক জাতি নীলনদের সভ্যতায়, হেমেটিক জাতি উত্তর আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও সে এলাকার বসতি আর সভ্যতায়। অপরপক্ষে আর্যরা আসে এসে বসতি স্থাপন করে ইরানের বিভিন্ন জায়গায়। (আব্দুস সবুর খান, ২০১৭: ১৬)

আমরা ফেরদৌসির শাহনামার মাধ্যমে জানি যে, ইরানের প্রাচীন নরপতি ফারিদুন। আর তার তিন পুত্র ছিল সুলম, তূর ও এরজ নামে। এতিন পুত্রকে ফারিদুন তার সাম্রাজ্য ভাগ করে দেন। যেখানে সুলম পেয়েছিলো রোম, তূর পেয়েছিলো তূরান আর এরজ পেয়েছিলো ইরান। (ইউসুফ, ভূমিকা, ২০১২: ১৪)

আর শেষোক্ত এরজ এর বংশধারাই আর্য নামে পরিচিত। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে এই আর্য জাতিগোষ্ঠী যে ভাষা ব্যবহার করতো তা ছিলো ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। এরজ এর বংশধরেরা যে ভাষায় নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করতো তা যুগের আবর্তনে ফারসি নাম পায়। ফারসি গোটা ইরানের ভাষা ছিলো না। অরিয় বা আর্যরা যে ইরানে বাস করতো সে ইরানের একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের নাম হচ্ছে ফারস। এটি এখনো ইরানের একটি প্রদেশ। এপ্রদেশের ভাষাই আধুনিক ইরানের মূলভাষা ফারসি। কিন্তু এফারসি হওয়ার জন্য দীর্ঘ এক পথ পারি দিতে হয়েছিলো এভাষাকে। সে পথে মোড় চারটি। এচারটি ধাপ হচ্ছে, আবেস্তা, ফারসিয়ে বাস্তান প্রাচীন ফারসি, ফারসিয়ে মিয়ান বা পাহলভি ফারসি আর ফারসিয়ে জাদিদ বা আধুনিক ফারসি।

আবেস্তা হচ্ছে ইরানের প্রাচীন ধর্ম Zoroastrian এর এর প্রবক্তা Zoroaster এর ধর্মগ্রন্থ কিতাবে আবেস্তার ভাষা। জরতুস্ত্র বা জারতুস্ত ধর্ম হচ্ছে অগ্নি উপাসনার ধর্ম। প্রারম্ভিক কাল খ্রিস্ট পূর্ব ১১০০। আর এভাষাটি ছিলো মৌখিক। লিখিত রূপ নেয়ার আগেই ফারসিয়ে বাস্তান এর প্রচলন হয়। (Banglapedia, Vol-8, 2003: 42)

ফারসিয়ে বাস্তান বা প্রাচীন ফারসি ৫৫০ খ্রিস্ট পূর্ব থেকে ৩৩০ খ্রিস্ট পূর্ব অরিয় অঞ্চলের লোকজন নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলেছেন তাই প্রাচীন ফারসি। এসমকার ফারসির লিখনপদ্ধতি ছিলো মিখি বা পেরেক মতো। এলিপিতে মূলত রাজকার্য লিখিত হতো। (আব্দুস সবুর খান, ২০১৭: ১৬)

ফারসি মিয়ানে বা পাহলভি ফারসি হচ্ছে খ্রিস্ট পূর্ব ৩৩০ থেকে ৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এপর্যায়ে এসে ভাষাটি দু'ভাগে স্বতন্ত্র দু'টি শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে বিকশিত হয়। প্রথমত পাহলভিয়ে আশকানি। দ্বিতীয়ত ফারসিয়ে মিয়ান। পাহলভিয়ে আশকানি হচ্ছে আশকানি আমলের ভাষা। এটা মূলত আবেস্তা ও বাস্তান ভাষার মিশ্রণে একটি ভাষা। যা ২১৬ খ্রিস্ট পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। এভাষায় হাতেগোণা দু'চারটে গ্রন্থ লিপিবিদ্ধ হয়েছিলো।

আর ফারসিয়ে মিয়ান ইরানের স্বর্ণযুগ সাসানিয়দের আমলে বিকাশ লাভ করে। সাসানিয়গণ তাদের আমলে গ্রিক ও ভারতের বিখ্যাত কিছু গ্রন্থ ফারসিয়ে মিয়ানে ভাষান্তর করান। একাল থেকেই ফারসি ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। উপর্যুক্ত দু'টি ভাষারই লিপি ছিলো ডানদিক থেকে। (Banglapedia, Vol-8, 2003: 42)

ফারসিয়ে জাদিদ বা আধুনিক ফারসির প্রারম্ভ হয় সাসানিয়দের শেষ সম্রাট ইয়াজদহার ৩য় এর রাজত্বকালে আরবিয় মুসলিম কর্তৃক ইরান বিজয়ের ফলে। নতুন সাম্যের আহ্বান ইসলামে ইরানিরা দলে দলে দীক্ষিত হতে থাকে। সাথে সাথে তাদের ভাষা আরবিও ইরানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পাহলভি ও মিয়ানে ভাষা আরবির কাছে নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে। শুধুমাত্র কয়েকটি গ্রন্থ রয়ে যায়। আর আরবির অক্ষরমালাও ফারসির বর্ণমালার উপর জেঁকে বসে। পাহলভি ও মিয়ানের অক্ষরমালা বিলুপ্ত করে ফারসিকে উচ্চারণের জন্য যে কয়েকটি অক্ষর পাওয়া যাচ্ছিলো না তা আরবি ঊনত্রিশটি হরফের উপরে বা নিচে বিশেষ কোনো চিহ্ন বা অতিরিক্ত নোকতা যুক্ত করে অক্ষর গঠন করে। যেমন: আরবি । 'আলিফ' এর উপর মাদ যোগ করে آ 'আলিফে মামদুদ'। আরবি ب 'বা' এর নিচে অতিরিক্ত দু'নোকতা যোগ করে پ 'পে'। আরবি 'জিম' ج এর নিচে অতিরিক্ত দু'নোক্তা যোগ করে چ 'চে'। আরবি 'জে' ز এর উপর অতিরিক্ত দু'নোকতা যোগ করে ژ 'ঝে'। 'কাফ'ک এর উপর বিশেষ চিহ্ন যো করেگ 'গ্বাফ'। (শাফাক, ১৩৭৪: ১০৫) এভাবেই ফারসি ভাষা আজকের এরূপ পরিগ্রহ করেছে।

বিশ্বসাহিত্যাঙ্গনে জনপ্রিয় বিভিন্ন শাখার মধ্যে ছোটগল্পের অবস্থান বর্তমান প্রেক্ষিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এছোটগল্পই হচ্ছে গদ্যে রচিত সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ ফলপ্রসূ ও মুখ্য মাধ্যম। ঘটনা, কাল, চরিত্র ও পরিবেশ এচারের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর খণ্ডাংশকে শিল্পিত অবয়বে ফুটিয়ে তুলে পাঠকের মনে এক ঝলক দিয়ে জানার আরো আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়ার নামই ছোটগল্প।

ছোটগল্প উপন্যাসের পথ ধরেই এসেছে। উপন্যাসে একটি মূল কাহিনীকে পরিণতিতে নেয়ার জন্য অনেকগুলি পার্শ্ব অপ্রধান কাহিনীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু এখানে একটি জীবনের খণ্ডাংশ। তাই উপন্যাসের ছোটভাই বলা যায় ছোটগল্পকে। একটি উপন্যাসের খণ্ডাংশ হিশেবেও সমালোচকগণ মনে করেন ছোটগল্পকে।

ছোটগল্পের আরম্ভ হয় যেমনি নাটকীয়তা দিয়ে। তেমনি শেষে নাটকীয়তার মাধ্যমেই চকিতেই পরিসমাপ্তি ঘটে। ধন্দে পড়ে যান পাঠক। ভাষার ইঙ্গিতময় মিতব্যয়িতা, বিষয়বস্তু চয়ন, চরিত্র সৃষ্টি, পরিবেশ সৃষ্টি, বাণীভঙ্গি, বক্তব্য বিষয়ের বাহুল্যহীনতা, স্বল্পসংখ্যক চরিত্রের উপর চকিত আলোকপাত এবং সামগ্রিক সুর ও প্রতীতির ঐক্য সার্থক ছোটগল্পের জাত চিনিয়ে দেয়। (কুন্তল, ১৯৯৫: ২৩৫)

২.০ আলোচনায় তাত্ত্বিক দিক: ছোটগল্প কী এবং ...

মূলত আয়তন বা আকৃতির ছোট-বড় দিয়ে নয়, বিষয়ের মধ্যে বড় কোনো ব্যঞ্জনা এবং সমগ্রতা সৃষ্টি হলো কিনা সেটাই সার্থক ছোটগল্পের স্বভাবধর্ম। (মান্নান ও ইসলাম, ২০২০: ৩৩) যা দৃষ্টে বুঝা যায় নিজ সময়কে ধারণ করে লিখেও তার মধ্যে উপ্ত থাকে চিরকালীন এক আবেদন। মূলত আয়তন বা আকৃতির ছোট-বড় দিয়ে নয়, বিষয়ের মধ্যে বড় কোনো ব্যঞ্জনা এবং সমগ্রতা সৃষ্টি হলো কিনা সেটাই সার্থক ছোটগল্পের স্বভাবধর্ম। যা দৃষ্টে বুঝা যায় নিজ সময়কে ধারণ করে লিখেও তার মধ্যে উপ্ত থাকে চিরকালীন এক আবেদন। কেননা একক অনুষঙ্গের আধারেই ফুটে উঠলো জীবনের ব্যঞ্জনা-পদ্মপাতার শিশিরে যেমন হেসে ওঠে প্রভাতের সূর্য। (ঘোষ, ২০০২: ১৭২)

এবার কয়েকজন প্রাজ্ঞের দেয়া ছোটগল্প বিষয়ক সংজ্ঞা জানবো।

যাকে ছোটগল্পের জনক বলা হয় সেই স্বল্পায়ুর মার্কিন ছোটগল্পকার, কবি ও সমালোচক Edgar Allan Poe(১৮০৯-১৮৪৯) বলেছেন, “Requiring from half an hour to one or two hours in its perusal.” (An Introduction to the Study of Literature, 1954: 337) সেখানেই আবার ইংলিশ প্রখ্যাত লেখক Herbert George Wells(১৮৬৬-১৯৪৬) লিখেছেন, “ছোটোগল্প দশ হইতে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ” (দাস, ২০১২: ৯৪)

Encyclopaedia Britannica নামক বিশ্বকোষে ছোটগল্পের সবথেকে গ্রহণীয় সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে, ÒThe short story is usually concerned with a single effect conveyed in only one or a few significant episodes or scenes. The form encourages economy of setting, concise narrative, and the omission of a complex plot; character is disclosed in action and dramatic encounter but is seldom fully developed. Despite its relatively limited scope, though, a short story is often judged by its ability to provide a “complete” or satisfying treatment of its characters and subject.Ó (Encyclopaedia Britannica, Vol-20, 1768. 448)

মার্কিন প্রফেসর গল্প-সাহিত্যের প্রথম দার্শনিক James Brander Matthews(১৮৫৩-১৯২৯) এর ভাষ্যমতে, “The short story by its effect, a certain unity of impression which set it apart from other kinds of fiction.” (Ferguson, 1982: 14)

ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি কীরূপ হবে এ সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র দাস লিখছেন, "এতে নাটক উপন্যাস বা মহাকাব্যের বিস্তৃতি নেই- জীবনের খণ্ডরূপ এখানে বিশেষভাবে ধরা দেয়। এই রূপসৃষ্টিকে সার্থক করার জন্য লেখক গল্পের উপাদান ও ভাববিন্যাসে একটিমাত্র রসপরিণামমুখী করে তুলতে চেষ্টা করেন। শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের এটাই আদর্শ। " ((দাস, ২০১২: ৯৪)

আর বাংলাভাষায় সর্বাধিক গ্রহণীয় ও আদরণীয় সংজ্ঞা দিয়েছেন আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১-১৯৪১) তার বর্ষাযাপন শীর্ষক কাব্যতে। যেমনটি তিনি বলতেছেন,

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্ত সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রু জল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অকালের জীবনগুলো, অখ্যাত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল।"

ছোটগল্প বলতে সাধারণত তাকেই বোঝায় যা আধঘণ্টা থেকে এক বা দু'ঘণ্টার মধ্যে এক নাগাড়ে পড়ে শেষ করা যায়। তবে আকারে ছোট হলেই তাকে ছোটগল্প বলা যাবে না। কারণ ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে বিন্দুতে সিন্ধুর বিশালতা থাকতে হবে, অর্থাৎ অল্প কথায় অধিক ভাব ব্যক্ত করতে হবে। উপন্যাসের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য এখানেই। ছোটগল্পে উপন্যাসের বিস্তার থাকে না, থাকে ভাবের ব্যাপকতা। উপন্যাস পড়ে পাঠক পরিতৃপ্তি লাভ করে, কিন্তু ছোটগল্প থেকে পায় কোনো ভাবের ইঙ্গিতমাত্র। ক্ষুদ্র কলেবরে নিগূঢ় সত্যের ব্যঞ্জনায় এর সার্থকতা। (চৌধুরী, ১৯৮৯: ৫৩)

ছোটগল্পের আবশ্যক চারটি উপাদান। আর তা হচ্ছে, প্লট, চরিত্র, সময় ও ঘটনাস্থল। এচারটি আবশ্যিক উপাদানের সম্মিলন যে গল্পকারের গল্পে হবে তার গল্প হবে শিল্পসফল গল্প। ব্যঞ্জনা তৈরি করবে পাঠকের মানস পটে। আর পাঠক বলবে শেষ হয়েও হইল না শেষ।

৩.০ ফারসি ছোটগল্পের বিষয় আশয়

একটি রাষ্ট্র, মানব সমাজ নিয়ে গঠিত জাতি আর নাগরিকদের ভাগ্যের উত্থান নিয়ে উন্মেষ ঘটে একটি নবযুগের। শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-ঐতিহ্য ইত্যকার বিষয় থেকে সে কালের ইতিহাস বিভিন্নভাবে বিস্তার লাভ করে। সবকিছুকে পেছনে ফেলে সময় যেমন সামনে এগিয়ে চলে তেমনি সামষ্টিক এগিয়ে চলায় সৃষ্টি হয় নতুন যুগের। নব্য এ কালের নব্য নব্য আবিষ্কারের দ্বারা উন্নতির চরম শিখরে উপনিত হয় সভ্যতা। আর এ সভ্যতার চরম শিখরে আরোহনের অন্যতম অনুঘটক হয়ে কাজ করে শিল্প-সাহিত্য। কেননা শিল্প-সাহিত্যই মানুষকে বেশি নাড়া দেয়, দেয় ভিতর-বাহিরগত পরিবর্তন। আর সেজন্যই বলা হয়েছে, 'মানব সভ্যতার বিশেষ তিনটি অভিপ্রকাশ হলো সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত। ' (নন্দী, ১৩৮৪: ২২) তার মধ্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট রেখায় বলয়িত হয় সমকালীন সমাজ ও সংস্কারের প্রভাব, ঐতিহ্য, লোকসংস্কার ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ইরানের ছোটগল্পের পরিক্রমা। ।

শিল্প-সাহিত্য বা মননশীল সব বিষয়ই গতিশীল। আর যদি এ গতি থমকে যায় তবে সে শিল্প-সাহিত্য বা মননশীল বিষয়ের মৃত্যু ঘটে। পৃথিবীর প্রথম সাহিত্য অনুষঙ্গ হচ্ছে কবিতা। কবিতায় আবেগ, ভাব, ভালোবাসা ইত্যাদি প্রকাশ হতো। হতো কিংবদন্তি। মুখে মুখে গল্প কথকের আবির্ভাব হলো। সেসময় নানা জীবন ঘনিষ্ঠ ও কিংবদন্তির বাস্তবায়ন হতে দেখা যায় নানাস্থানে। যেমন বানর নাচ। কোনো শোকসভা। বিয়ের উৎসব। এসব আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে উঠে আসে নাটক। গল্পকথকগণ গল্প বলতেন। মানুষ তার আশেপাশে জমা হয়ে শুনতো। কিন্ত যখন ছাপাখানা স্থাপিত হলো তখন গল্প ছাপা হয়ে মানুষের হাতে হাতে ঘরে পৌঁছে গেলো। গল্পকথক সমাজের বিলুপ্তি ঘটলো।

এইযে ছাপাখানার আবিষ্কার। এই আবিষ্কারই অনেককিছু বদলে দিয়েছে। ইউরোপে লেখা শুরু হলো উপন্যাস। এই উপন্যাসের ব্যাপ্তি বড়। উপন্যাসের খণ্ডিত অংশ হিশেবে ইউরোপে প্রথম লেখা আরম্ভ হলো ছোটগল্প। সেখান থেকেই ছোটগল্প এক নব্যধারা নিয়ে সাহিত্যাঙ্গনে কৌতূহলের ঢেউ তোলে। সে ঢেউ আস্তে আস্তে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগেই বাংলাভাষা ছোটগল্প নামক আধুনিক এধারার সাথে পরিচিত হয়। ১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী প্রকাশিত হয়। এরও পূর্বে ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূত ও মানুষ; স্বর্ণকুমারী দেবীর নবকাহিনী প্রকাশিত হয়েছিলো। যা বাংলাভাষার ছোটগল্পের প্রারম্ভিক সূচনা। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয়। কেননা তার হাতেই শক্ত ভীত রচিত হয়েছিলো ও তিনিই সার্থক ছোটগল্প রচনা করেন। যে গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে তাকে সার্থক ছোটগল্পকার উপাধি দেয়া হয়েছিলো; তা হচ্ছে ভিখারিণী। যা ১৮৭৪ সালে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (পারভীন, ২০১৮, ৯)

বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের যাত্রা শুরু হওয়ার সাতচল্লিশ বছর পরে ফারসি সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ফারসি ছোটগল্প আধুনিক ফারসি সাহিত্যের একটি প্রধানতম অনুষঙ্গ। ফারসি সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা হয় উনিশ শতকের শেষান্তে। আর বিশ শতকের গোড়ার দিকে তা পূর্ণতা পেয়েছে। (খান, ফারসি উপন্যাসে জীবন ও মানবিকতা, ২০১৩: ১২)

সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলি জামাল জাদেহ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির বার্লিনে কাভেহ সাময়িকীর জন্য প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের পাঠানুষ্ঠানে নিজের প্রবন্ধ পাঠের স্থলে একটি গদ্যাকারে কাহিনী উপস্থাপন করেছিলেন। 'ফারসি শেকার আস্ত' فارسی شکر است বা ফারসিই মিষ্ট নামের সে গদ্য কাহিনীটিই ফারসি ভাষার প্রথম গল্প। এগল্পটিই কাভেহ کاوه সাময়িকীর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যায় ছাপা হয়। এরপর সে আসরের বন্ধুদের উৎসাহ পেয়ে জামাল জাদেহ লিখেন আরো বেশ কয়েকটি গল্প। একই বছরের এপ্রিল-মে মাসের দিকে ছয়টি গল্পের সমন্বয়ে 'ইয়াকি বুদ ইয়াকি নাবুদ'یکی بود یکی نبود বা একদা এক সময় শিরোনামে গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটিই প্রথম ফারসি ছোটগল্পগন্থ। এরপর দীর্ঘ দশ বছর নতুন কোনো ফারসি গল্পের বই প্রকাশ হয় নি। (সাত্তার, ১৯৮৭: ১২০)

ফারসি ছোটগল্পের ফর্ম প্রচলিত হওয়ার পিছনে সামাজিক, রাজনৈতিক কারণ ছিলো প্রধান। ১৯০৫ খ্রিস্টব্দে ইরানের মাশরুতিয়াত বা সংবিধান আন্দোলন গোটা ইরানকে আন্দোলিত করেছিলো। বুদ্ধিজীবীগণ নিজেদের মতামতকে ও এআন্দোলনের স্বপক্ষীয় যুক্তি উপস্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন বেশকিছু শিল্প-সাহিত্য সংগঠন ও পত্র-পত্রিকার। যেমন: সুরে ইস্রাফিল سور اسرافیل (১৯০৭ খ্রি.), বাহার بهار (১৯০৯ ও ১৯২০ খ্রি.), কাভেহ(১৯১৬ খ্রি.), দানেশকাদেহ دانشکده (১৯১৬ খ্রি.), আরমাগান آرمگان (১৯১৯ খ্রি.) ইত্যাদি। সময়ের সকল যন্ত্রণা এসব পত্রিকায় ছাপার হরফে সাধারণের মধ্যে পৌঁছে যেতো।

উপর্যুক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে সুরে ইস্রাফিল ও কানুন کانون নামক পত্রিকাই সেসময় বেশি অবদান রেখেছিলো গদ্যের বিকাশে। বিশেষ করে ইউরোপীয় উপন্যাস, গল্প ও নাটকের অনুবাদ এপত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হতে থাকে নিয়মিত। যার ফলে ফারসি ভাষায় নবতর অনুষঙ্গের জন্মের পটভূমি তৈরি হয়।

৪.০ ফারসি ছোটগল্পের বিকাশ ও বিবর্তন

ফারসি ছোটগল্পের আজকের পরিণতিতে উপনিত হতে তিনটি ধাপ পাড়ি দিতে হয়েছে। তিনটি ধাপকে তিনটি আলাদা আলাদা সময়কালে নির্ধারণ করা যায়। যেমন: মাশরুতিয়াত(১৯০৬-১৯১১), রেজা শাহ পাহলভির রাজত্ব কাল(১৯২৫-১৯৭৯) এবং ইসলামিক বিপ্লব(১৯৭৯ থেকে আজ অব্দি)।

৪.১ মাশরুতিয়াত(১৯০৬-১৯১১)

মাশরুতিয়াত যুগে ফারসি ছোটগল্প ফলনের একটি জমি কর্ষিত হচ্ছিলো। আর এ জমি কর্ষণ করছিলেন সুরে ইস্রাফিল ও বাহার পত্রিকার মাধ্যমে। সুরে ইস্রাফিলই বেশি অবদান রাখে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মির্জা জাগাঙ্গির খান সিরাজি ও মির্জা কাসেম খান তাবরিজি। তেহরান থেকে প্রকাশিত আট পৃষ্ঠার সাময়িকীটির সর্বমোট ৩২টি সংখ্যা প্রকাশ হয়েছিলো। এখানেই আল্লামা আলী আকবার দেহখোদা চারান্দ-পারান্দ বা হ-য-ব-র-ল শিরোনামে সামসময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে ব্যঙ্গ করে কলাম লিখতেন। যা গল্প নয়। এক ধরণের কলাম জাতীয় গদ্য। এটি প্রস্তুতি পর্ব ফারসি ছোটগল্পের।

বাহার পত্রিকাটিও এরকম গদ্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছিলো। যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। টিকে ছিলো ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

৪.২ রেজা শাহ পাহলভির রাজত্ব কাল(১৯২৫-১৯৭৯)

প্রথম ধাপের গল্পকার বা ফারসি ছোটগল্পের জনক জামাল জাদেহ। তার ইয়াকি বুদ ইয়াকি নাবুদ প্রকাশের বেশ অনেক বছর পর সার গুজাস্তে আমুয়ে হুসাইন আলি 'হুসাইন আলি চাচার গল্প'(১৯৪২ খ্রি.), সার ভা তাহে ইয়েক কারভাস 'এক তাবুর কাপড়ের আগাগোড়া'(১৯৫৫), গাইরে আজ খোদা হিচ কাচ নাবুদ 'খোদা ছাড়া কেউ ছিলো না'(১৯৬১ খ্রি.), কেসসে হায়ে কুতাহ বারায়ে বাচ্চে হায়ে রিশদার 'দাড়িওয়ালা বাচ্চাদের জন্য ছোট্টগল্প'(১৯৭৪ খ্রি.) ইত্যাদি তার গল্পগ্রন্থ।

জামাল জাদের ভাষা ছিলো সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। তিনি লোকজ শব্দ, প্রবাদ, মিথ ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। যেহেতু প্রথম উদ্যোগ ছিলো তাই পরিপক্কতায় উত্তীর্ণ হতে যথেষ্ট উদ্যমী ছিলেন জামাল জাদেহ।

জামাল জাদেহর পর যিনি ফারসি সাহিত্যের ভীতকে মজবুতি দিয়েছেন তিনিই সাদেক হেদায়াত। 'সাদেক হেদায়াত' মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ সালে তেহরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার জীবনের নানাবিধ ঝঞ্ঝা দেখেজীবনের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে গেছিলেন। পারছিলেন না কে নো নতুন কাজ জোগাড় করতে। কাছের শিল্পের সুধীমহল নিজেরাও খুবই সমস্যায় ভুগছিলেন। এমতাবস্থায় ১৯৫১ সালের ৯ এপ্রিল প্যারিসের তার ছোট্টফ্লাট থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ফ্লাটের ভ্যান্টিলেটর, জানালা ইত্যাদি ভালোভাবে বন্ধকরে দিয়ে তিনি জীবননাশক গ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন। (সারেশ'র, ২০০৬: ৩০)

সাদেক হেদায়াত তার ৪৮ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ, সমালোচনা, সম্পাদনা, ভ্রমণকাহিনী, অংকন ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। আধুনিক ফারসি সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ও ফারসি ছোটগল্পের শক্তভীত হেদায়াতের মাধ্যমেই রচিত হয়। তার ছোটগল্পগ্রন্থ চারটি। এই চারটি গল্পগ্রন্থে রয়েছে মোট ৩৪টি ছোটগল্প। ইউরোপের অনেক শহর তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। ভারতেও এসে অবস্থান করেছিলেন। এই বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগের ও ইউরোপ-আমেরিকার কথাসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তিনি জামাল জাদেহ'র ধারাকে নবতর গতিদানের জন্য নয়টি গল্পের সংকলনে প্রকাশ করেন তার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জেনদেহ্ বেগোর'(জীবন্ত কবর)। ১৯৩০ সালে তেহরানের ফেরদৌসি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এ গল্পগ্রন্থেও নয়টি গল্পহলো 'জেনদেহ্ বেগোর'(জীবন্তকবর); 'হাজী মুরাদ'(মুরাদ হাজী); 'আসিরে ফারানসুয়ি'(ফ্রান্সের বন্দী); 'দাউদ কুঝে

পুস্ত'(কুঁজো দাউদ); 'মদেলুন'(একটি মেয়ের নাম); 'অতাস পুরাস্ত'(অগ্নিউপাসক); 'অবজি খানম'(অবজি বেগম); 'মারদেহ্ খোরহা'(মৃতভূখেরা) ও 'অবেজিন্দেগি'(জীবনেরপানি)।

শিল্পমানে অনন্য হেদায়াতের প্রথম গল্পগ্রন্থেও গল্পগুলোতে হেদায়াত তার মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক ভাবনাগুলোকে চিত্রিত করেছেন এবং মনস্তাত্ত্বিক ও অন্তর্গত অনুভূতি ও ভাবনা সম্পর্কে তার যে প্রবল আগ্রহ আছে সেগুলোকে তুলে ধরেছেন। স্বাপ্নিক কল্পনা বর্ণনার ক্ষেত্রে হেদায়াতের এইগল্পগুলো বিশেষ গুরুত্ব রাখে যার ফলে হফম্যান, কাফকা, এলান পো প্রমুখের ন্যায় গল্পকারদের গল্পের সাথে এককাতাওে ফেলা যায়। (সবুর, ২০১৮: ৩৮) এই গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি গল্পেই মৃত্যু পথযাত্রী নিঃসঙ্গ ব্যক্তির জীবনের গভীর হতাশা-বিষাদ, দুঃস্বপ্ন-নিরাশার কথা ব্যক্ত হয়েছে। 'জেন্দেহ্ বেগোর' মূলত 'এক উম্মাদ ব্যক্তির স্মৃতিকথা' উপশিরোনামে উপস্থাপিত। 'মারদেহ্ খোরহা'তে ধোকা, শঠতা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে রম্যভাবে। এটি হেদায়াতের প্রথম গল্প যাতে তিনি সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা-পরিভাষা এবং প্রচলিত বাক-বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। 'মদেলুন' এ ফ্রান্সের একটি মেয়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মদেলুন নামক মেয়েটির ফ্রান্সে অন্য একটি মেয়ের সাথে সখ্যতা, ঘুরে বেরানো ইত্যাদি ফুটে উঠেছে।

'দাউদ গুঝে পুস্ত' গল্পটি এমন, একজন যুবক বিষাদ গ্রস্ত হয়ে গলি ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূও গিয়ে দেখে যে একটি মেয়ে তার জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। কাছে পৌঁছলে তার ঘোর ভাঙ্গে যে সেই অপেক্ষার তাললনাটি তারই ন্যায় একজন যুবক। যুবকটি এঘটনায় আরো হতাশ হয়ে আত্নহনন করতে চায়।

'অবজি খানম' গল্পটি একটি চমৎকার গল্প। যেখানে অবজির ছোটবোন অবজির চেয়ে সুন্দরী। তাই অবজির বিয়ের জন্য পাত্রপক্ষ দেখতে আসলে অবজির সহোদরাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব করে। বিয়ের দিনের নানা ঘটন-অঘটন এ গল্পে উঠে এসেছে। 'আসিওে ফারানসুয়ি' গল্পে একজন প্রাক্তণ যোদ্ধার কাহিনী সংলাপের মাধ্যমে উঠে এসেছে। সে একজন সৈন্য যে জার্মানির সৈন্য শিবিরে বন্দী ছিল। সেই বন্দীশালার অবর্ণনীয় কষ্ট-যাতনা, যুবক বয়সে রাতের আঁধাওে প্রিয়ার সাথে অভিসারের স্মৃতি রোমন্থনই এগল্পের মূল বিষয়। (সবুর, ২০১৮: ৩৮)

'হাজি মুরাদ' শিরোনামের গল্পটি হেদায়াতের প্রাথমিক ছোটগল্পগুলোর একটি। সাধারণ মানুষই হচ্ছে এগল্পের মুখ্য আলোচ্য। হাজী মুরাদেও বউয়ের কোন সন্তান হয়না। নানা ভাবে হাজী তাকে অপমান করে। কটু ভাষায় গালি-গালাজ করে। অবশেষে হাজী তার বউকে তালাক দেয়। হেদায়াত তার এই গল্পগ্রন্থটি প্যারিসে লিখেছেন। গল্পের চরিত্র সমূহের অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে লেখা গল্পগুলো ইরানের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে ছিল সঙ্গতিপূর্ণ ও সমঝোতাপূর্ণ। হেদায়াতের গল্পগুলোর আবেদন বৈচিত্র্যময় যা বিপুল সংখ্যক স্থায়ী পাঠক সৃষ্টি করেছে; হেদায়াতের গল্পগুলো তার মৃত্যুর ষাট বছরপরও এখনও সমানতালে পড়ছে। এই অন্তর্দৃষ্টিবাদী লেখক হেদায়াতের প্রথম গল্পগ্রন্থটি অনেক ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। তার 'জেনদেহ্ বেগোর' গ্রন্থটি পাঠকের কাছে ইরানের ছোটগল্পের রসাস্বাদনের এক উৎকৃষ্ট বাহন।

হেদায়াতের দ্বিতীয় ছোটগল্পগ্রন্থ 'সে কাতরে খুন'(তিন ফোঁটা রক্ত) প্রকাশিতহয় ১৯৩২ সালে। এখানে রয়েছে মোট এগারোটি গল্প। পরাবাস্তববাদী গল্পগ্রন্থ নামে এটি পরিচিত। (সবুর, ২০১৮: ৩৮) এগারোটি গল্পহচ্ছে, 'সে কাতরে খুন', 'মারদি কে নাফসাস রা কুশত' (যে ব্যক্তি নিজেকে হনন করেছে), 'সুরাতাকহা'(মুখোশগুলো), 'চাঙ্গাল' (থাবা), 'লালে' (টিউলিপ) ইত্যাদি। তিনি যে ইরানি সাহিত্যে পরাবাস্তববাদের জনক তার পরিস্ফুটন এই গ্রন্থটির গল্পগুচ্ছ। ১৯৩৩ সালে ইরান থেকে প্রকাশ পায় 'ছয়েই ও রৌশান'(আলো ও আঁধারি)। সাতটি ছোটগল্পের সমন্বয়ের তৃতীয় গল্পগ্রন্থটির প্রায় সব গল্পই পরাবাস্তববাদী। 'সে কাতরে খুন'র ন্যায় এখানেও গল্পের সংলাপ, প্লট,আবহ ইত্যাদিতে পরাবাস্তববাদী চিত্র ফুটে ওঠে। 'সে গে এল এল', 'জানি কে মারদাশ রা গুম কারদ'(ললনা যে তার স্বামীকে হারিয়েছে), 'আরুসাকে পুস্তে পারদে'(পর্দারআড়ালেরপুতুল), 'শাবহায়ি ভারামিন'(ভারামিনের রাতগুলি) ইত্যাদি হচ্ছে এই গ্রন্থভূক্ত গল্প। হেদায়াতের চতুর্থ এবং সর্বশেষ গল্পগ্রন্থের নাম 'সাগেভেলগার্দ' (ভবঘুরেকুকুর)। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত সাতটি গল্পের সমন্বয়ে বইটিতে নামশীর্ষক গল্পসহ যে গল্পগুলি রয়েছে তা হচ্ছে,

'দানযেভানে কারাজ'(কারাযের নারী প্রেমিক), 'বুনবাস্ত'(অন্ধগলি), 'তাখতে আবু নাছর'(আবুনাছেরেরসিংহাসন), 'তারিক খানে'(আঁধারঘর) ইত্যাদি। তৃতীয় গ্রন্থের প্রকাশের দীর্ঘ দশবছর পরেই এই গ্রন্থটি প্রকাশ পায়। এখানে সামাজিক নানা বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে।

সামসময়িক ইরানের শ্রেষ্ঠ কথাকার সাদেক হেদায়াত তার ছোটগল্পের বিষয়,ভাবনায়, গল্পে, প্লটে, আখ্যানে গ্রামীণ মানুষের মুখেরভাষা, পশু-পাখির প্রতি মনুষ্য সমাজের নিষ্ঠুরতা, নারী সমাজের অসহায়ত্ব, খারাপ শ্রেণির লোকের চরিত্র বুনন, পরাবাস্তববাদ, ব্যঙ্গ, দেশপ্রেম, কুসংস্কার, পশ্চাদপদতা, পুরুষনির্ভরতা, প্রেম, অর্থলিপ্সা, পরোপকারিতা, ছদ্মবেশী আচরণ ইত্যাদি সুনিপুণভাবে এঁকেছেন। তার গল্পের ভূবন আবেগ, অনুভূতি, স্নেহ, মায়া, হতাশাবাদ, উদাসীনতা ইত্যাদিতে পূর্ণ। তাঁর গল্প মানেই তৎকালীন ইরানের এক স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব। যেন এক অনুষঙ্গের আধারেই ফুটে উঠলো পূর্ণ জীবনের ব্যঞ্জনা। জামাল যাহেদ এর গল্পের ভাব, ভাষা এবং সৌষ্ঠবের থেকে হেদায়াত ভাষা স্বাতন্ত্র ও গল্পের সংলাপ বুননে নতুনত্ব এনেছেন। হেদায়াত তার পরবর্তী অনেক লেখকের উপর নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন।

হেদায়াতের পর যাকে ফারসি ছোটগল্পের অন্যতম গল্পকার হিশেবে গণ্য করা হয় তিনি বুজুর্গ আলাভি। আলাভি ছিলেন হেদায়াতের অন্যতম সহচর। প্রখ্যাত বামপন্থি রাজনৈতিক লেখক। তুদেহ পার্টির অন্যতম উদ্যোক্তা ও নেতা। সাদেক হেদায়াতের পথের সহচরী হয়ে তিনিও ছোটগল্পের বিষয়বস্তু, শিল্পিত বুনন, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদিতে অবদান রেখেছিলেন। তার মোট তিনটি গল্পগ্রন্থ। এগুলো হচ্ছে চামেদান 'সুটকেস'(১৯৩৪ খ্রি.), ভারক পরেহ হায়ি জেনদান 'জেলখানার ছেঁড়া পাতাগুলো'(১৯৪১ খ্রি.) এবং নামেহা 'পত্রগুলি'(১৯৫২ খ্রি)। সামসময়িক ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, সামাজিক নানা সংকটই আলাভির গল্পের বিষয়বস্তু। এরপর এক নব্যভাষা ও ভাব নিয়ে ছোটগল্পের জগতে আগমন করেন সাদেক চুবাক(১৯১৬১৯৯৮)। সমাজের অবহেলিত শ্রেণি হিশেবে পরিচিত নারীদের পোড়খাওয়ার গল্প। গণিকালয়ের পেশাজীবীদের জীবন কাহিনী, খেটে খাওয়া মানুষের আর্তনাদ ছিলো চুবাকের গল্পের প্রধান উপজীব্য। তার মোট তেত্রিশটি গল্পের সমাহারের চারটি গল্পগ্রন্থ। প্রথম গল্পগ্রন্থ খিমে শাব বাজি 'পুতুল নাচের তাবু' (১৯৪৫)। দ্বিতীয় গ্রন্থ আনতারিকে লুতিয়াশ মুরদেহ বুদ 'যে উলুকের মনিব মারা গেছিলো'(১৯৪৯), তৃতীয় গ্রন্থ রুজে আভভালে কবর 'সমাধির প্রথম দিন'(১৯৬৪) এবং চতুর্থ গ্রন্থ চেরাগে অখের 'শেষ প্রদীপ'(১৯৬৫) তার নামকরা গল্পগ্রন্থ। (সবুর, ফারসি কথাসাহিত্য)

চুবাকের পরে সাড়াজাগানো লেখকের আবির্ভাব ঘটে ছোটগল্প অঙ্গনে। বাস্তববাদী লেখক হিশেবে আত্নপ্রকাশ ঘটে জালাল আলে আহমাদের(১৯২৩-১৯৬৯)। স্বল্পায়ুর লেখক আলে আহমাদ ছিলেন ঐতিহ্যের অনুসারী, বংশমর্যাদা, প্রচলিত বিশ্বাসের ধারণকারী লেখক। প্রায় সব গল্পই উত্তম পুরুষে লেখা। পাঁচটি গল্পগ্রন্থে তার মোট গল্প ছেচল্লিশটি।

আলে আহমাদের প্রথম গল্পগ্রন্থ দিদ ভা বাজদিদ 'দেখা সাক্ষাৎ'(১৯৪৫), ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় গ্রন্থ আজ রানজি কে মিবারিম 'বয়ে বেড়ানো যাতনা'(১৯৪৭), তৃতীয় গল্পগ্রন্থ সেতার 'তিন তার'(১৯৪৮), চতুর্থ গল্পগ্রন্থ জানে জিয়াদি 'অবাঞ্ছিতা' প্রকাশ হয় ১৯৫২ সালে। সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ পাঞ্চ দাসতান 'পাঁচটি কাহিনী' প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে।

চুবাক ও আলে আহমাদের সামসময়িক এক ফকনারীয় রীতির গল্পকারের নাম ইব্রাহিম গোলেস্তান(জ. ১৯২২)। তার গল্পে সাদেক হেদায়াতের প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি অনুবাদক, চলচ্চিত্রকার বলে গল্প যেন তার মানব জীবনের প্রতচ্ছবি। সমাজবাদী চিন্তক গোলেস্তানের গল্পে কাব্যিক স্বাদ আস্বাদন করা যায়। পরাজিত মানুষদের মনের দুঃখগাথায় ভরপুর তার গল্পের জমিন। গোলেস্তানের ২৪টি গল্প স্থান পেয়েছে চারটি গ্রন্থে। প্রথম গ্রন্থ ১৯৪৯ খ্রিস্টব্দে প্রকাশিত অযার মহ, অখেরে পয়িজ 'অজার মাস, শেষ শরত'। তার দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ শিকারে ছয়েহ 'অন্ধকার শিকার' যা প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। জুয়ি ভা দেভার ভা তেশনে 'তটিনী, দেয়াল, পিপাসার্ত' নামক গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। গোলেস্তানের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ মাদুমেহও প্রকাশিত হয় একই বছরে।

ফারসি সাহিত্যের প্রথম মহিলা গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিশেবে যিনি কিংবদন্তি তিনি সিমিন দানেশভার(১৯২১-২০১২)। বিষয়বৈচিত্র্য, শৈলি ও মননের প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রগামী লেখক। আলে আহমাদের সহধর্মিণী ছিলেন তিনি। তার চারটি গল্পগ্রন্থ। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ নারীরা মূর্ত হতো তার গল্পে। ও হেনরি তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো। বর্তমান বিশ্বের নামকরা বিশ্ব র‍্যাংকিং এ সবার উপরে(মানবিক বিদ্যায়) অবস্থান করা স্টানফোর্ডের শিক্ষার্থী ছিলেন বলে আধুনিক মননের অধিকারী ছিলেন। তার গল্পগুলোর বর্ণনা ও ভাষা পরিপক্ক, গতিশীল, স্বচ্ছ এবং সবরকমের দ্ব্যর্থতা মুক্ত।

অতিপ্রাকৃত উপাদান যার গল্পে পরিদৃষ্ট হয় তিনি বাহরাম সাদেকি(১৯৩৬-১৯৮৩)। সাদেকির মাত্র একটি গল্পগ্রন্থে ২৪টি গল্প আছে। নিজস্ব ভাবনা থেকে কখনোই বেরিয়ে আসতে পারেন না সাদেকি। আমরা তার গল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্নক উপাদান দেখতে পাই। নিজের গল্প বলেছেন তিনি। (খান, ফারসি উপন্যাসে জীবন ও মানবিকতা, ২০১৩: ১৪২)

সাদেক হেদায়াতের প্রভাবে প্রভাবিত অনুকরণহীন লেখক গোলাম হোসাইন সায়েদি(১৯৩৫-১৯৮৫)। পঞ্চাশ বছরের জিন্দেগিতে সায়েদি অনবদ্য ছিলেন সৃজনে। তার সৃজন সম্ভারে আছে গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিত্রনাট্য, কমিক্স ইত্যাদি। দশটি গল্পগ্রন্থে গ্রামীণ আবহ বেশি।

আমরা বাংলা কথাসাহিত্যে হাসান আজিজুল হক(জ. ১৯৩৯ খ্রি.) এর গল্প সম্ভারে দেখতে পাই রাঢ়দেশ। সেখানকার মাটি, মানুষ ও নানা অনুষঙ্গই তার গল্পের উপজীব্য। ফারসি ছোটগল্প অঙ্গনেও এমন একজন গল্পকার আহমাদ মাহমুদ(১৯৩১-২০০১)। যিনি বুশাহরের আঞ্চলিক ভাষা, ভাব, ঘটনা ইত্যাদি নির্ভর গল্প বুনেছেন। দরিদ্র মানুষ ও তাদের দারিদ্র্যতার কষাঘাত প্রোজ্জ্বল করেছে মাহমুদকে। তার গল্পগ্রন্থ ছয়টি।

মাহমুদের সামসময়িক একজন তার বিপরীত আখ্যানের লেখক জামাল মির সাদেকি(জ. ১৯৩৩)। শহুরে মধ্যবিত্ত লোকদের করুণ ও হতাশ মুখাবয়ব দেখা যায় সাদেকির গল্পে। গল্পপাঠে মনে হবে এ যেন লেখকের স্মৃতিচারণা। তার ছোটগল্প সংকলন তিনটি।

আহমাদ মাহমুদের গ্রামীণ জীবন, চিত্র ইত্যাদি ধারার একজন সমধিক খ্যাত লেখক মাহমুদ দৌলতাবাদি(জ. ১৯৪০)। চুবাক আর মাহমুদের ক্যানভাসকে আরো মনোগ্রাহী করে তুলেছেন দৌলতাবাদি। দৌলতাবাদিকে বলা হয় কথোপকথন লেখক। এজন্যই তার গল্পগুলো ইরানের গ্রামীণ জীবনের বিশ্বকোষ হিশেবে পরিচিত। বঞ্চিত চাষি, নির্যাতিত প্রজা, কষ্টসহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল মানুষদের নিয়ে লেখা ছয়টি গল্পের সমন্বয়ে তার একটি গল্পগ্রন্থ আছে।

দৌলতাবাদি ভাবধারার আরো তিনজন লেখক হচ্ছেন আমিন ফাগ্বিরি(জ. ১৯৪৫), নাসের তাকভায়ি(জ. ১৯৪০) ও আলি আশরাফ দারভেশিয়ান(জ. ১৯৪১)। সামসময়িক কালে ফারসি ছোটগল্পে দু'জন গল্পকারের আবির্ভাব হয় যারা শৈশবের স্মৃতিকথা, শিশুদের নৈতিকতা গঠন ইত্যাদি বিষয়ক গল্প লিখেনে যাদের একজন হচ্ছেন মাহমুদ কিয়ানুশ(জ. ১৯৩৪) আরেকজন হচ্ছেন মাহশীদ আমিরশাহি(জ. ১৯৪০)।

৪.৩ ইসলামিক বিপ্লব(১৯৭৯ থেকে আজ অব্দি)

ইরানে বিপ্লব সংঘটিত হলে মোহাম্মদ রেজা শাহের আমলে যেরকম সেন্সরশিপ চালু ছিলো গল্পকারদের উপর তার থেকেও কড়াকড়ি আরোপ হয়। যার ফলে অনেক গল্পকার স্বেচ্ছা নির্বাসনে যান তাদের লেখার উপর বিধিনিষেধ না মানতে। অনেক লেখকই বাধ্য হন নিজের লেখাকে আড়ষ্ট করে ইরানে থেকে যেতে। তবে ইরানের বাইরে আরো দুটি দেশ ফারসি ভাষা রাজভাষা। আফগানিস্তান ও তাজিকিস্তান। এদু'টি দেশে ফারসি ভাষায় ছোটগল্প রচিত হলেও ইরানের অভ্যন্তরে রচিত ছোটগল্পগুলোর মতো তেমনটা শিল্পসফল হয় নি। রেজা শাহ, মোহাম্মাদ রেজা শাহের আমলের অনেক কিছু লেখক এখনও বেঁচে আছেন। তারা বিপ্লবের পর নিজেদের লেখার বিষয়বস্তু ও ধারা পরিবর্তন করেছেন। গ্রামীণ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রেম ইত্যাদি

নিয়ে গল্প লিখছেন তারা। তবে যারা বাইরে নির্বাসিত তারা দুর্দমনীয় সমালোচনার গল্প লিখে যাচ্ছেন। সর্বশেষ একটি সুখবর ফারসি গল্পের জন্য যে, অস্ট্রেলিয়ায় নির্বাসিত মহিলা ঔপন্যাসিক শোকুফেহ আজার এর উপন্যাস দ্য এনলাইটমেন্ট অব দ্য গ্রিনগেইজ ট্রি (The Enlightment of The Greengage Tree) চলতি বছরের বুকার পুরষ্কারের শর্ট লিস্টেড হয়েছে। খুউব সম্ভবত পেতে পারে উপন্যাসটি। সমালোচকদের দৃষ্টিতে লিস্টেড উপন্যাসগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এটি।

বিপ্লবোত্তর ইরানের যেসব লেখক ছোটগল্পের জমিনকে চাষাবাদ করছেন তাদের মধ্যে অন্যতম গল্পকার হচ্ছেন: আমির হাসান চেহেলতান, হোসাঙ্গে আসুর যাদেহ, হোসাঙ্গে মুরাদি কেরমানি, আসগর আব্দুল্লাহি, মোহাম্মদ রেজা সাফদারি, হাসান আসগারি, মোহসিন মাখমালবাফ, মোহসিন সোলায়মানি, রেজা রাহগোজার, সাইয়েদ মাহদি শোজায়ি, ইব্রাহিম হাসান বেগি, কাজি রাবিহাভি, শাহরিয়ার মান্দারিনপুর প্রমুখ।

স্বাধীনচেতা লেখকদের মধ্যে ইরান ছেড়ে স্বেচ্ছা ও বাধ্যতামূলক নির্বাসন যাওয়া মধ্যে বুজুর্গ আলাভি, কাদের আব্দুল্লাহ, শোকুহ মিরজাদাগি, মাহশিদ আমিরশাহি, শাহরনুর পারসিপুর, নাহিদ রাশলিন, সায়্যিদ তাওয়াক্কুল প্রমুখ।

ইসলামি বিপ্লবকালের লেখকদের ভিতর দু'টো ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদল স্মৃতিচারণ গল্পের প্লটে গল্প লিখে চলেছেন। অন্যদল ইসলামি বিপ্লবের পক্ষে কলম চালাচ্ছিলেন। (হাসান, ২০১৪: ভূমিকা) বর্তমান সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের মধ্যে প্রেম, সমাজ, জীবন ইত্যাদি নিয়ে গল্প লেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে কল্পবিজ্ঞান ও রম্য রচনায়ও অনেক এগিয়ে একবিংশ শতাব্দির গল্পকারেরা।

৫.০ ফারসি ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

শিল্প একটি গতিশীল মাধ্যম। এটি কোথায় যেয়ে পৌঁছাবে সে বিষয়ে কথা বলতে গেলে পূর্বাপর অনেক কিছুই ভাবতে হয়। যেখানে ছোটগল্প নামে কিছুই ছিলো না, সেখানে ছোটগল্প অঙ্কুরোদগম হয়েছে। সাদেক হেদায়াতই তা মহীরুহ করেছেন। এর পরবর্তী অনেক গল্পকার সচেষ্ট হয়েছেন নিজেদের সর্বোচ্চ মেধা, মনন খাটিয়ে ফারসি ছোটগল্পকে বিশ্বের অপরাপর ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর সমকক্ষতা অর্জন করতে। তা অনেকাংশেই সফল। যার জন্য বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পুরষ্কারও এসেছে ফারসি ছোটগল্পের ঝুলিতে।

বিপ্লবোত্তর ইরানে লেখকদের ভিতরে যে ব্যতিক্রমী ভাব এসেছে তা বোধহয় ফারসি ছোটগল্পের ভবিষ্যতকে এক উৎকর্ষের দিকে ধাবিত করবে। ড. আব্দুস সবুর খান তার আধুনিক ফারসি ছোটগল্প : বিষয়বৈশিষ্ট্য, শিল্পরূপ, চিত্রিত জীবন ও সমাজ নামক গবেষণা গ্রন্থে একালটিকে 'রেনেসাঁর যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আধুনিকতাবাদ ও উত্তর আধুনিকতাবাদে গল্পের যাত্রা সুদূরপ্রসারী। ইরানে সামাজিক ও মানবিক নানা বিষয় নিয়ে চৌকশ চলচ্চিত্রকারগণ যেমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে জয় করছেন অস্কার পুরষ্কার। ঠিক তেমনি একদিন ফারসি ছোটগল্পও অর্জন করবে বিশ্বমানের ছোটগল্পের খেতাব।

৬.০ উপসংহার

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে যে ছোটগল্পের যাত্রা তা আজ একশো বছরের পদার্পণ করেছে। কাব্য ধারার বাইরে এসে এক নব উদ্দীপনা নিয়ে বিষয়বৈচিত্র্য, জীবন ঘনিষ্ঠতা, চরিত্রের বাস্তবিক প্রামাণ্য, মনন ও শৈলিতে এসে তা পূর্ণতায় উপনিত হয়েছে। যার ফলে এই ফারসি ছোটগল্পই আজ হয়ে উঠেছে পাঠকের কাছে অন্যতম নন্দিত ও বৃত। ফারসি ছোটগল্প যে প্রেমমূলক রীতি নিয়ে প্রারম্ভ করেছিলো তা আজ যাদুবাস্তবতায় পরিণত হতে পরাবাস্তববাদ, বাস্তববাদ ইত্যাদি ধারাকে সাথি করে এসেছে।

মানুষের জীবনের নানাদিকই উপস্থাপিত হয়েছে গল্পে। ভাষা, বুনন, প্লট, ধারা ইত্যাদিতে নব নব রূপ পরিগ্রহ করছে ফারসি ছোটগল্প। পরিবেশ বা শাসকগোষ্ঠী বরাবরই কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে এ ধারাটির। এ বুরজোয়া যদি না থাকে গল্পের উপর তাহলে তা ভালো করবে।

৭.০ গ্রন্থপঞ্জি

১. খান, আব্দুস সবুর: *বাংলায় ফারসি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস;* ঢাকা, রোদেলা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট-২০১৭।

২. ইউসুফ, মনিরউদ্দিন: ভূমিকা, *ফেরদৌসির শাহনামা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১২।

৩. *Banglapedia*: V0l-8, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2003.

৪. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল: *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, কলকাতা, রত্নাবলী, আগস্ট, ১৯৯৫।

৫. শাফাক, রেজা জাদেহ: *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, তেহরান, ১৩৭৪ ফারসি সাল।

৬. ড. ইয়াহ্ইয়া মান্নান ও মো. তাজুল ইসলাম: *আল মাহমুদের ছোটগল্প: বিষয়ভাবনা*, রাজশাহী, পরিলেখ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০২০।

৭. ঘোষ, বিশ্বজিৎ: *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০২।

৮. দাস, শ্রীশচন্দ্র: *সাহিত্য-সন্দর্শন*, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০১২।

৯. বর্ষাযাপন: *সোনার তরী*, উইকিসংকলন।

১০. চৌধুরী, ভূদেব: *বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার* (৪র্থ সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৫৩।

১১. নন্দী, সুনীলকুমার:(সম্পাদিত), *অনুক্ত*, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিমূলক ত্রিমাসিক, নবপর্যায় ১০ম বর্ষ বিশেষ সংখ্যা, কলিকাতা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৪, অজয় সিংহ রায়, 'বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রবাদ্যের উৎসমুখ'।

১১. পারভীন, আফরোজা: *ছোটগল্পের ছোট কথা*, দিগন্ত সাহিত্য, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১২ অক্টোবর, ২০১৮।

১২. খান, আব্দুস সবুর: *ফারসি উপন্যাসে জীবন ও মানবিকতা*, ঢাকা, রোদেলা, প্রথম প্রকাশ, একুশে বইমেলা ২০১৩।

১৩. সাত্তার, আব্দুস: *ফারসি সাহিত্যের কালক্রম*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৭।

১৪. সারেশার, মোহাম্মদ রেজা: *রাযে শোহারাতে হেদায়াত*, তেহরান: কানুনে আন্দিশেয়ে জাহান, ২০০৬।

১৫. সবুর, শাকির: *সাদেক হেদায়াতের নির্বাচিত ছোটগল্প*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১৮।

১৬. সবুর, শাকির: *ফারসি কথাসাহিত্য*, Persian Study Room, ১৯ জানুয়ারি, ২০১২।

১৭. হাসান, ফজল: *ইরানের শ্রেষ্ঠ গল্প*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৪।

১৮. Ferguson, Suzanne C.: *Modern Fiction Studies*, Vol. 28, No. 1, SPECIAL ISSUE: THE MODERN SHORT STORY (Spring 1982).

১৯. *Encyclopaedia Britannica:* vol-20, USA, A Society of Gentleman in Scotland, Library of Congress, 1768.

২০. *An Introduction to the Study of Literature,* George G. Loyal Publication, London, 1954.